GKv‡š Ae¯vb I †gvnweó †gjv‡gkv

W. gnv¤§` Beb jZdx Avm-mveŸvM

ভূমিকা ঃ সকল প্রশংসার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। দুরুদ ও সালাম খাতামুন নাবীয়্যীন মুহাম্মদ (সা) এর উপর ,অতঃপর কথা হলোঃ

আমাদের দীনি ভাই জনাব মুহাম্মদ ইব্ন লুতফী আস সাব্বাগ কর্তৃক রচিত মূল্যবান সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি এবং সেটির আদ্যপান্ত শুনেছি। পুস্তকটি আমার কাছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উৎকৃষ্ট পূর্ণাঙ্গ বলে মনে হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণাদির ভিত্তিতে বেগানা গায়র মুহরিম নারীর সাথে একান্তে অবস্থান ও বেগানা পুরুষের সাথে মেলামেশা হারাম সংক্রান্ত আলোচনা বইটিতে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া নারীর একান্ত অবস্থান ও অবাধ মেলামেশার কারণে সংঘঠিত ঘটনাবলী, তার ফলে সৃষ্টি অশুভ পরিণতি স্পষ্টভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল হীনকর্মকান্ড জাতিকে এক ভয়বহ অবস্থার সম্মুখীন করে। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তাঁর জ্ঞান ও পথ নির্দেশনাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। এই লেখনীর বাদৌলতে তাকে কল্যাণ দান করুন। আমাদের সকলকে হাদী, হেদায়েতপ্রাপ্ত ও তোমার পথের সত্যিকার দায়ী হিসেবে কবুল করুন। তুমি তো সর্বশ্রোতা ও সদানিকটবর্তী। দরুদ ও সালাম নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা), তাঁর পরিবার পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর।

সফরে থাকাকালে বিষয়টি নিয়ে লেখালেখির চিন্তা করি। তখন আমার কাছে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ ছিল না। পরবর্তীতে তার সাথে আরো তথ্য সংযুক্ত করি এবং পুস্তকাটির ভূমিকা লেখি। নিঃসন্দেহে উল্লেখিত বিষয়টির বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। কারণ সমাজে নারীর অবস্থান যে কোন জাতির স্বভাব চরিত্রকে প্রমাণ করে। তার অবস্থা, আচার-আচরণে সমাজের অভ্যাস রীতিনীতি ফুটে উঠে, নির্ধারিত হয় জাতির ভবিষ্যৎ।

মুসলমানরা আজ প্রতারিত। তাদের বড় একটি অংশ যারা নারীদের স্বতীত্ব হরণ করতে এবং তাদেরকে ফেতনা-ফাসাদ ও অশালীন কর্মকাণ্ডে জড়িত করার লক্ষ্যে এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। নারীরা আজ এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের শিকার। তার এ ব্যাপক ক্ষতির কারণে সমাজ হারিয়ে ফেলেছে তার ভারসাম্য, সুখ-সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা ও শান্তি।

এ কারণে উক্ত পুস্তিকাটি কন্যা-যুবতীর প্রতি একজন পিতার উপদেশ স্বরূপ পেশ করছি। যা তাদেরকে ধ্বংসাত্মক অবস্থা, চরম অপমান-অপদস্থতা এবং ইহ ও পরকালীন ধ্বংস ও পদস্খলনের ব্যাপারে সতর্ক করবে।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের জিন্দেগীতে আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যা দেখছি, শুনেছি তার ভয়াবহ অবস্থা থেকে জাতিকে রক্ষা করাই আমার একমাত্র অভিপ্রায়।

মুসলিম নারীর বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর লোক ভয়ানক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আত্মসম্মানবোধ ও দীনদারী না থাকার কারণে তারা না আল্লাহকে ভয় করে, না ভয় করে অসম্মান-অপদস্থতাকে। তাদের না আছে স্ত্রী, না আছে কন্যা সন্তান। কৃতকর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবার দিনকে তারা ভয় করে না অন্যদিকে তাদের

কতেকের স্ত্রী-কন্যা থাকলেও তাদের মধ্যে নেই কোন আত্নসম্মানবোধ, এমনকি কতেক প্রাণীর মধ্যে যে আত্মসম্মানবোধ রয়েছে তাও তাদের মধ্যে নেই ।

আর আমাদের দীন আমাদের মা-বোন-কন্যাদেরকে একনিষ্ঠভাবে নসীহত করতে, দীনের অধিকারে সীমালঙ্ঘন করলে প্রতীক্ষিত ভয়ানক শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করতে উদ্বুদ্ধ করে ।

পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশার জন্য গৃহ থেকে নারীকে বের করার আহ্বান টেনে নিয়ে এসেছে নানা দুঃখজনক ঘটনা ও বিপর্যয় । (১) প্রথমে নারীকে সামাজিক বন্ধনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ব্যাপারটি (নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা) আকর্ষণীয় ও দেদীপ্যমান অবস্থায় তুলে ধরা হয় । কিন্তু লাঞ্ছনা- বঞ্চনার মধ্যদিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে । তাদেরকে করা হয় রাস্তার ঝাড়ুদার, মদ্যপদের দেহরক্ষিতা । এ অবস্থায় মিসরের বিখ্যাত দৈনিক আল আখবার পত্রিকায় প্রকাশিত এ সম্পর্কিত দু'টি ঘটনা শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরা হলো ঃ

১ । মিসরের জাকাজিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের জনৈক ছাত্রকে তার সহপাঠিনী হত্যা চেষ্টার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয় । মেয়েটি তার ভালোবাসার আবেদনে সাড়া না দেওয়ার কারণে সে মেয়েটিকে উক্ত অনুষদের অভ্যন্তরে ধারালো ছুরি দ্বারা কয়েকটি আঘাত করে । মেয়েটি মারাত্মকভাবে আহত হয় । তাকে হাসপাতালে নেয়া হয় । ছাত্রটিকে গ্রেফতার করা হয় । (দৈনিক আল আখবার ১৭/১২/১৯৭৯ ইং)

২ । আঠারো বছর বয়স্কা জনৈকা যুবতীকে তার বাবা নির্বাচনী প্রচারভিযানে পাঠায় । তিনি এক ডাক্তারকে তার মেয়ের গর্ভপাতকরণ ও তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করেন । মেয়েটি আল কাছর আল আইনী নামক হাসপাতালে মমর্ষু অবস্থায় স্থানান্তরের পর মারা যায় । উপদেষ্টা শাকুর-তুরকী এর নেতৃত্বে আহমাদ হামাদাহ ও আনওয়ার আল জাবালীকে সদস্য করে গঠিত ফৌজদারী বিচারালয়ের সামনে নির্যাতনের শিকার মেয়েটির ভার্সিটি পড়ুয়া সহোদর বোন সাক্ষ্য দেয় যে তার বোন একজন স্বনামধন্য ডাক্তারের ক্লিনিকে পরিচারিকা হিসেবে কাজ করত, দীর্ঘ ছয় মাস যাবত ডাক্তারের সাথে তার বোনের সখ্যতা গড়ে উঠে এবং কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হয়ে পড়ে । গর্ভধারণের চার মাস বয়সে সে গর্ভপাত-করণের জন্য অন্য এক ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় । ডাক্তার প্রথমে তাকে এই ঘৃণ্য কর্ম থেকে নিষেধ করে । কিন্তু পরক্ষণে আট পাউন্ডের বিনিময়ে কাজটি সেরে দেয় । কিন্তু মেয়েটি ভীষণ যন্ত্রনা অনুভব করতে লাগল । সে আবার ডাক্তারের শরনাপন্ন হলো । ডাক্তার তাকে আল কাছর আল আইনী হাসপাতালে ভর্তি করে এবং তার পেট থেকে অবশিষ্ট ভ্রমণ বের করে । তার পনের দিন পর মেয়েটি মারা যায় । আদালত ডাক্তারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করেন এবং তার কার্যক্রম বন্ধ করে দেন । কারণ সে মানবতাকে লংঘন করে মেয়েটির গর্ভপাতের চেষ্টা করে । (দৈনিক আল আখবার ১৯/০৪/১৯৭৮)

নারী যে ভয়ানক কর্মে নিজেকে সঁপে দেয়, যা তার মান-সম্মান, সতীর্থ এমনকি জীবনকেও কেড়ে নেয়, তার বাস্তব প্রমাণ উল্লেখ স্বরূপ বর্ণিত ঘটনাটি তুলে ধরেছি ।

তবে সেই যিনাখোর ডাক্তার ও পাপীষ্ঠ পিতা ও ঘটনার অন্যান্য দিক সম্পর্কে আদালতের রায় প্রতিবেদনটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

এঅবস্থায় গৃহ থেকে বের হওয়া কখনো তার সতীত্বের জন্য হুমকি ও ভবিষ্যৎ ধ্বংসের কারণ হয়ে দাড়ায়। এই বিভীষিকাময় অবস্থা থেকে জাতিকে পরিত্রাণের দায়িত্ব খোদাভীরু মুসলিম নর-নারীর উপর আপতিত হয়েছে। তাই জালিমদের কর্ণকুহরে পৌঁছে দিতে হবে কল্যাণের বাণী।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সামনে সত্যকে সত্য হিসেবে তুলে ধর এবং তার অনুসারী বানাও। আর মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে আমাদের সামনে তুলে ধর এবং তা পরিহার করার তোফিক দাও। বিশ্ব জাহানের রব তুমি, তোমার জন্যেই সকল প্রশংসা।

ইসলাম গায়র মুহরিম নারীর সাথে একান্তে অবস্থান ও নারী-পুরুষের মাঝের মোহাবিষ্ট মেলামেশাকে হারাম করে দিয়েছে। আমাদের সমাজ ও পারিবারিক কাঠামোর ধ্বংস এবং আল্লাহর আজাব ও গজব অবতীর্ণ হওয়ার অন্যতম কারণ এ দু'টি। তাই আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। আমাদের জেনে রাখা উচিত তাঁরা আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। রোজ কিয়ামতে আল্লাহর সামনে আমরা তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, সাথে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (আত্‌তাহ্‌রীম-৬)

একে অপর থেকে নৈতিক মানে দৃষ্টি অবনমিত রাখতে হবে। এই অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে ইসলাম এহেন কর্মকাণ্ডকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। তাই নির্জনে অবস্থান হারাম। যদি পৃথিবীর সবচেয়ে সৎ ও তাকওয়াবান ব্যক্তি কোন গায়ব মুহরিম নারীর সাথে একান্তে অবস্থান করে তাও হারাম। অনুরূপ মানব জাতির ইহ ও পরকালীন কল্যাণের বিবেচনায় মোহাবিষ্ট নারী পুরুষের মেলামেশকে হারাম করা হয়েছে। এই অবাধ মেলামেশা থেকে দূরে থাকতে পারলে হারাম কাজ থেকে বাঁচা যায়।

বর্তমান বিত্তবানদের এক শ্রেণীর মাঝে পুরুষদেরকে কাজের লোক হিসেবে বাড়িতে বাড়ির আভ্যন্তরীণ কাজ কর্ম সম্পাদন এবং তাদের সাথে নারীদের মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার প্রবণতা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। গৃহের মালিক নিজের কাজে, কখনো বন্ধুর উদ্দেশ্যে কিংবা অন্য কোন কাজে বাড়ির বাহিরে অবস্থান করে। আর কর্মচঞ্চল, শক্তিশালী সুঠামদেহী কাজের ছেলেকে নিজের স্ত্রীর কাছে রেখে যায়। কখনো তারা দু'জন ছাড়া বাড়িতে আর কেহ থাকে না। সে তাকে কাজের আদেশ করে, তাকে নিজের কাছে ডেকে আনে, আবার কখনো কোন কাজ থেকে নিষেধ করে। কাজের ছেলে তার হুকুমের তালিম করে তার ডাকে সাড়া দেয়। আর শয়তান তো বনি আদমের রক্ত প্রবাহে চলাচল করে। যখন কেউ কোন নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করে, শয়তান সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে

হাজির হয়। শয়তান তার কাছে নারীকে প্রিয় করে তোলে আবার নারীর কাছে তাকে প্রিয় করে তোলে। অবশেষে তারা অপরাধে লিপ্ত হয়।

আর এ যুগে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অনেক উপকরণ রয়েছে। বিশেষ করে রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, ভিডিও, পত্র-পত্রিকা ও যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও বই পুস্তক ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। এই উপকরণ সমূহ মানুষের জৈবিক জীবনকে এক মহা অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কখনো কাজের ছেলে হয় সুদর্শন, আর গৃহের মালিক হয় বয়স্ক কুশ্রী কিংবা দৈহিকভাবে দুর্বল অথবা বদমেজাজী, ঝগড়াটে স্বভাবের। এ অবস্থায় যদি তাদের মাঝে খোদা ভীতি না থাকে তবে কি-না ঘটতে পারে?

আজীজ মিসরের বাড়ীতে থাকাকালে হযরত ইউসুফ (আ) যে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন আল কুরআন আমাদেরকে তা অবহিত করেছে। তিনি এক চরম উত্তেজনাকর ফিতনার মুখোমুখি হয়েছিলেন।

আল্লাহ বলেন ঃ "আর তিনি যে মহিলার ঘরে ছিলেন ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বললো ঃ শুন! তোমাকে বলছি, এদিকে আস।" যদি আল্লাহ তাকে রক্ষা না করতেন, তার দলিল প্রমাণ না দেখাতেন তবে ব্যাপারটি ভয়াবহ কুৎসিত হয়ে যেত।

অনুরূপভাবে পাশ্চাত্যের ধ্বজাধারীদের একশ্রেণী যারা আল্লাহকে ভয় করে না, হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না, তাদের মাঝে স্বামীর অনুপস্থিতি তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করা, নিজ গৃহে তাকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া, তার সাথে বসে আনন্দ-ফুর্তি করা, আন্তরিকতা দেখিয়ে কথাবার্তা, রসিকতা করা ইত্যাদি অনেক অশ্লীল কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়েছে।

এই পর পুরুষদের সাথে নারীর একান্ত অবস্থান শরয়ীভাবে নিষিদ্ধ। বন্ধু ও স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ততার যুক্তি দেখিয়ে কোন স্বামীর জন্য এরূপ সহনশীলতা দেখানো জায়েয নেই। এর পরিণতি কখনোই শুভ হয় না। অসুস্থ হৃদয়ের অধিকারী, আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তিই কেবল এরূপ কাজে সন্তুষ্ট হতে পারে।

তার চেয়ে আরো মারাত্মক হলো নারীর একাকী কিংবা ড্রাইভার বা খাদেমকে নিয়ে ভ্রমণে যাওয়া। নারীর একাকী ডাক্তারের কাছে যাওয়াও উপরোক্ত অবস্থার শামিল। তাদের মাঝে নিষিদ্ধ নির্জনতা বিরাজ করে। পেশাগত কারণে ডাক্তার তার শরীরের কতিপয় স্থান বিবস্ত্র করে। অতঃপর সে রোগিনীকে এত সীমাতিরিক্ত প্রশ্ন করে যা হারামের দিকে ধাবিত করে।

স্ত্রী কিংবা কন্যাকে গাড়ির ড্রাইভারের সাথে অবাধে চলাফেরা করার অনুমতি দেওয়া যেমনটা কতেকে করে থাকেন। এটাও হুকুমের দিক থেকে পর্বের অবস্থার কাছাকাছি। ড্রাইভার তাকে নিয়ে তার ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়ায়। গাড়ির অভ্যন্তরে তাদের দু'জনের মাঝে কোন ধরনের কথাবার্তা চলতে থাকে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

অনুরূপভাবে নারী-পুরুষ মিশ্রিত পারিবারিক বৈঠকগুলোতে নারীরা সেজে-গুঁজে হিজাবকে পরিহার করে দেহের আকর্ষণীয় স্থানসমহ উম্মোচিত করে উপস্থিত হয়। এ যুক্তি দেখায় যে তারা তাদের বন্ধু। কখনো আবার ঐ বৈঠকগুলোতে অশ্লীল কথাবার্তা, ধ্বাংসাত্মক ক্রিয়া-কৌতুক, খেল-তামাশা এবং বিশেষ কার্যাবলীর প্রদর্শনী চলতে থাকে। এসকল কাজকে ইসলাম কখনই জায়েয করে না। এগুলো পারিবারিক অস্তিত্বকে পতন্মুখ করে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রেম-ভালোবাসা, মিল মহব্বতকে ম্লান করে দেয়।

এই মোহাবিষ্ট মেলামেশার কারণে অনেক সংখ্যক পরিবারের পারিবারিক সহানুভুতিমূলক সম্পর্ক এবং পারিবারিক সৌহার্দ-সম্প্রীতি, মিল-মহব্বত ও ঐক্যতা ধ্বসে পড়েছে।

নারীদের সাথে মেলামেশাকারী ঐ সকল পুরুষের কেউ যখন তার স্ত্রীকে নিজের বন্ধুর সাথে ঠাট্টা-রসিকতা করতে দেখে, তখন তার মধ্যেও আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হতে পারে, সে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। সে নিজের স্ত্রীকে এই বলে দোষী সাব্যস্ত করে যে সে তার বন্ধুর দিকে আনন্দভরা আবেগময় ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। ফলে এক সময়ের গড়ে উঠা প্রেম-ভালোবাসা ও পারস্পরিক বিশ্বস্ত তার পরিবর্তে পারিবারিক পরিবেশে দানাবাঁধে নানা ঝগড়া-ফাসাদ ও পারস্পরিক নানা অভিযোগ। এই অবস্থা কখনো তাদের যৌথ জীবনকে তালাক ও পারিবারিক ভাঙ্গনের দিকে নিয়ে যায়। যদি এরূপ ধ্বংসাত্মক ফলাফলের সৃষ্টি নাও হয়, তবে এর প্রভাবে একটি চরম সংবেদনশীল ও ক্রমাগত নানা অভিযোগ তাদের নিত্য-দিনের কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়। তাদের জীবন থেকে সুখ সৌভাগ্য হয় তিরোহিত।

আমি শায়খ মোস্তফা আস সিবাঈ (রহ) এর আলোচনা থেকে কিছু কথা তুলে ধরতে চাই। তিনি কতেক ইউরোপীয় গবেষকদের কিছু কথা তার আলোচনায় কোড করেছেন। যার অনুভব করার মত হৃদয় এবং শোনার মত শ্রবণ শক্তি আছে তার জন্য তাতে উপদেশ রয়েছে।

ড. মোস্তফা আস সিবাঈ (রহ) বলেন ঃ ঐতিহাসিকভাবে পরিজ্ঞ্যাত যে, গ্রীক সভ্যতার পতনের সবচেয়ে বড় কারণ হলো নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শনে মাত্রাতিরিক্ততা এবং পুরুষদের সাথে তাদের অবাধ মেলামেশা। রোমানদের মাঝে পরিপূর্ণভাবে এ অবস্থা বিরাজ করেছিল। এ সভ্যতার গোড়ার দিকে নারীরা ছিল সুরক্ষিত, লাজুক-শালীন। যার ফলে তারা বিভিন্ন বিজয়াভিযানে জয়লাভ করেছে। সক্ষম হয়েছে তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের ভিতকে মজবুত করতে। অতঃপর নারীরা মাত্রাতিরিক্তভাবে সেজে-গুজে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বিভিন্ন ক্লাব, সভা-সমিতি, সমাবেশ ও সাধারণ পরিষদে আসা-যাওয়া শুরু করলে পুরুষদের চারিত্রিক বিপর্যয় ঘটে। তারা যুদ্ধ করার মত শৌর্য-বীর্ষ ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে এবং ভয়ানকভাবে তাদের সভ্যতার পতন তরান্বিত হয়।

অতঃপর তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত বিশ্বকোষ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

রোমীয় নারীরা তাদের প্রতি স্বামীদের অনুরাগ-ভালোবাসার ন্যায় কাজ-কর্মে আসক্ত ছিল। তারা গৃহের কার্য সম্পাদনে রত থাকত। আর তাদের স্বামী ও বাপ-দাদারা যুদ্ধের মধ্যে ডুবে থাকত। গৃহের কার্য পরিচালনার পাশাপাশি তাদের গুরুত্বপুর্ণ কাজ ছিল চরকায় সুতা কাটা ও পশম বুনা।

অতঃপর খেল-তামাশা ও ভোগ-বিলাসের অপচ্ছায়া নারীদেরকে গৃহ থেকে বের হতে আহবান করে। তাদেরকে পুরুষদের সাথে আনন্দ-ফুর্তি ও পারস্পরিক পরিচয়ের সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। অস্থি-পাজরের মাঝ থেকে মন উড়াল মারার ন্যায় তারা গৃহ থেকে বের হতে শুরু করল। আর এ সুযোগে পুরুষরা স্রেফ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নারীদের চরিত্রকে কলংকিত, পবিত্রতাকে কলুষিত এবং জীবনকে তছনছ করতে সক্ষম হয়। সবশেষে তারা বিভিন্ন নাচ-গানের আসরে উপস্থিত হতে শুরু করে এবং তাদের কর্তৃত্ব প্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ ও অপসারণে তাদের প্রথম ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। এ অবস্থায় কিছু দিন যেতে না যেতেই রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের অতল সাগরে তলিয়ে যায়।

অতঃপর বিশ্বকোষে বলা হয়, আমরাই প্রথম নয়, যারা দিন দিন নারীদের রূপসজ্জার প্রতি আসক্তি থেকে সৃষ্ট আমাদের চরিত্রের উপর মন্দ প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। আমাদের প্রতিথযশা লেখকগণ এই সংকটপর্ণ বিষয়ে নিজেদেরকে লিপ্ত রাখতে আহ্বান করেননি। বর্তমান সভ্যতাকে ধার দেওয়া এই মরণব্যাধি থেকে মুক্তির উপায় কি-যা আমাদের দ্রুত স্খলনের ভীতি প্রদর্শন করছে? একথা বললেও অত্যুক্তি কর হবে না যে আমাদেরকে এক প্রতিষেধকবিহীন স্খলনের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

লক্ষণীয় যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নিজ জাতিদেরকে নারীদের স্বাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশার ফলে রোমানদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে শুরু করে। "লুইস বেরোল" নামক একজন মহা পণ্ডিত "রাজনৈতিক বিশৃংখলা" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। নিম্নে তার কিছু তুলে ধরা হলোঃ

সকল যুগে সকল কালেই রাজনৈতিক কাঠামোর বিশৃংখলা লক্ষ্যণীয়। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হলোঃ অতীতে রাজনৈতিক কাঠামোতে বিশৃংখলার যে সব কারণ ছিল, বর্তমানে ঠিক একই কারণসমূহ বিদ্যমান। আর তা হলো নারী, যাকে মহৎ গুণাবলী ধ্বংসের অন্যতম শক্তিশালী কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

অতঃপর এই বিদ্বান ব্যক্তি প্রজাতান্ত্রিক রোমান শাসনামলের সাথে বর্তমান যুগ ও সভ্যতার জন্য হুমকীস্বরূপ আলামতসমূহের মাঝে তুলনা করতে গিয়ে বলেনঃ

প্রজাতান্ত্রিক রোমান শাসনামলের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গরা হরেক রকমের চঞ্চলামতি নারীদের সান্নিধ্যে বসবাস করত। এদের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত হারে বেড়ে গিয়েছিল। বর্তমান যুগের অবস্থা সেই যুগের ন্যায় হয়ে পড়েছে। বিলাসিতা ও সুখ-স্বাদের অন্তরালে মানুষ উম্মাদের ন্যায় নগ্ন ভালোবাসার জোয়ারে ঝাপিয়ে পড়ছে।

ইংরেজ লেখিকা লেডিকুক "এলিকো" পত্রিকায় বলেন ঃ পুরুষরা নারীদের অবাধ মেলামেশার পথ সৃষ্টি করে। এ কারণেই নারী তার স্বভাব বিরোধী কামনা করে এই মাত্রাতিরিক্তি অবাধ মেলামেশার কারণে জারজ সন্তানের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এখানেই নারী জাতির এক মহা বিপর্যয় ঘটে।

অতঃপর বলেন ঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর নগ্নতা সংশ্লিষ্ট বালা মসিবত দুরীভূত হচ্ছে আমরা সে কথা বলছি না। তবে তার থেকে যা লঘু হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনার সময় এসেছে। সময় এসেছে লাখো লাখো নিষ্পাপ শিশুদেরকে হত্যা নিধনের হাত থেকে বাঁচাবার বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতি গ্রহণ করার। পাপী তো পুরুষরাই যারা কোমলমতি নারীদেরকে পাপের সাগরে নিমজ্জিত করেছে।

সন্তানের জনক-জননীগণ, তোমরা সামান্য কয়েক দিরহামের জন্যে মেয়েদেরকে কর্মশালায় নিয়োজিত কর না। ইতোঃপূর্বে তাদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তোমরা তাদেরকে পুরুষদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দাও। জানিয়ে দাও সেখানে ঘিরে সৃষ্ট সুপ্ত প্রতারণার পরিণতি। পরিসংখ্যান মতে যে সব স্থানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বেশি, সেখানে যিনা-ব্যভিচার ব্যাপক ও ভয়াবহভাবে দেখা দেয়। তোমরা কি দেখছ না যে জারজ সন্তানদের অধিকাংশের মা হলো বিভিন্ন কর্মশালা ও কারখানায় নিয়োজিত মহিলা শ্রমিক এবং গৃহের পরিচারিকা অনেক সম্ভ্রান্ত নারীও এই ভীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। ডাক্তারগণ গর্ভপাতের ঔষধ প্রদান না করলে জারজ সন্তানের সংখ্যা বর্তমানের চেয়ে দিগুণ হত। পরিস্থিতি আমাদেরকে এত হীনতা ও নীচতার দিকে নিয়ে গেছে, যা কল্পনা করাও সুদূর পরাহত। কোন নগর সভ্যতা পতনের এটাই সর্বশেষ পর্যায়।

ইসলাম নারীকে অপরাধে পতিত হওয়া, সন্দেহ ও অশ্লীলতার মুখোমুখি এবং অশালীনতা থেকে নিজেদের সতীত্বের হেফাজতের লক্ষ্যেই তাদের উপর হিজাবের বিধানকে ফরজ করে দিয়েছে। আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী একজন নারী আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করে গায়র মুহরিম। পুরুষের সামনে এ যুক্তি দেখিয়ে পর্দার বিধান না মানে যে সে তার খাদেম, ড্রাইভার, ডাক্তার, দর্জি, স্বামীর বন্ধু কিংবা ওস্ত াদ। এরূপ কোন অবস্থাতেই নারীর জন্য হিজাবের বিধান লংঘন করা জায়েয নেই।

আল্লাহকে ভয় করে এমন ব্যক্তি নিজের স্ত্রী-কন্যাকে একজন গায়র মুহরিম পুরুষের সাথে একাকী থাকতে দিয়ে নিজে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনা। ইসলাম অপরাধ সংঙ্ঘটন ও তার উপকরণ থেকে নিষেধ করেছে। কারণ যে অপরাধের উপায় উপকরণের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করে সে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। যে পশু সংরক্ষিত চারণভূমির আশ-পাশ ঘুরাঘুরি করে তাতে তার মুখ দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

হযরত নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি রাসুল (রা) কে বলতে শুনেছি, হালাল হারাম স্পষ্ট। এতদুভয়ের মাঝে কতিপয় সন্দেহপূর্ণ বিষয় রয়েছে, অনেকে তা জানে না। যে সন্দেহ-সুবহাত থেকে বেঁচে রইল, সে দীনের ও নিজের মান-সম্মানের বিষয়ে দায় মুক্তি হতে চাইল। আর যে সন্দেহপূর্ণ কাজে পতিত হল, সে হারাম কাজে পতিত হল। সন্দেহপূর্ণ কার্য সম্পাদনকারী রাখালের ন্যায় যে সংরক্ষিত চারণভূমির পাশে পশু চরায়, পশু তাতে বিচরণ করার সম্ভাবনা থাকে। সাবধান! নিশ্চয়ই প্রত্যেক রাজা-বাদশার চারণভূমি রয়েছে। জেনে রাখ! আল্লাহর চারণভূমি তার

হারামবস্তু। জেনে রাখ! দেহের মধ্যে একটি মাংসখণ্ড রয়েছে যা ভালো হলে সারা দেহ ভালো হয়ে যায়। আর তা খারাপ হলে সারা দেহ খারাপ হয়ে যায়। আর তা হলো আত্মা। (বুখারী, মুসলিম)

দুই ভাবে নারী পুরুষদের সাথে মিশে থাকে। সৎকর্মশীলদের অনেকেই তা অবজ্ঞা করে থাকেন। ইসলামী সমাজের অস্তিত্ব বিনাশকারী এই দুই কুঠার নিয়ে আলোচনা জরুরী হয়ে পড়ছে।

১। নারীদের সহশিক্ষা। শিক্ষাব্যবস্থার পরিধি সম্প্রসারিত হওয়ার পর ছাত্র শিক্ষকদের স্বল্পতার কারণ দেখিয়ে সহশিক্ষায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। এই অশুভ প্রথার প্রবর্তন কারীরা নারীদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এর ক্ষতিকর দিকটা আমাদের বাস্তব জীবনে খুঁজে পাওয়া যায়, যার কিছু কিছু সংবাদ পত্র-পত্রিকায় দৃষ্টিগোচর হয়। নিঃসন্দেহে এর ফলে চরিত্র হয় কলুষিত, শিক্ষা ব্যবস্থায় নেমে আসে চরম অবনতি এবং শিক্ষা-দীক্ষা ভিন্ন অন্য খাতে শক্তি সামর্থ্য ব্যয়িত হয়।

মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্বর থেকে মরণব্যাধি সহশিক্ষা বাদ দিতে পারলে বাস্তবিক পক্ষে তা হবে আমাদের জন্য এক উন্নত পদক্ষেপ। এর অর্থ এই নয় যে আমরা নারী শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করছি। পুরুষের ন্যায় নারীর শিক্ষা মৌলিক অধিকার। তবে তাপত-পবিত্র শরয়ী সীমানার মধ্যে হতে হবে। আমার এই সংক্ষিপ্ত বাণীর বাস্তবায়ন কামনা করছি। অন্ধ অনুকরণ, পরাধীনতা ও অপরিবর্তনীয় ধ্বংসযজ্ঞ যুগের পরিসমাপ্তি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

আমাদের ছেলে-মেয়েদের চরিত্রের হেফাজত, অধিক হারে জ্ঞান অর্জন, সর্বোপরি আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহশিক্ষা ব্যবস্থাকে বন্ধ করা একান্ত জরুরী।

২। কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে নারীদের মেলামেশা। অনেক ভালো মানুষ ও তাতে জড়িয়ে পড়ে। কাজটি যে শরীআ'ত সম্মত নয়, এব্যাপারে কেউ তাদেরকে সতর্ক করছে না। এই অন্যায়-গর্হিত কাজটিকে তারা ঘৃণা করে না, এমনি কি অন্তর দিয়ে ও নয়। এই অনিষ্টকর্ম থেকে নিষেধ করা কিংবা তার বাড়াবাড়ি বন্ধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের অনেকেই তা করে না। কারণ সে এ অবস্থাকে শরীআ'ত বিরোধী মনে করে না। তাদের কতেককে দেখা যায়, স্ত্রী-কন্যাদেরকে অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ব্যতীত মিশ্রিত পরিবেশে কর্মস্থলে পাঠায়।

হাঁ, নারীর কাজ-কর্মের অধিকার রয়েছে। আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী তারই প্রমাণ বহন করেঃ

"পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার জন্য, আর নারী যা অর্জন করে সেটা তার জন্য।"

কিন্তু তার কাজ-কর্ম শরয়ী বিধান মত হওয়া শর্ত। তাহলো ঃ (১) তার কাজ কর্মে মোহাবিষ্ট মেলামেশা ও হারাম নির্জনতা থাকতে পারবে না। অন্যথায় তার কাজ তাকে ফিতনার দিকে নিয়ে যাবে। (২) তার কাজের প্রকৃতি পুরুষদেরকে সম্বোধন এবং তাদের সাথে কোমল বাক্য বিনিময় বিষয়কনা হওয়া, যাতে সে নিজের কাজের খাতিরে তাদের সাথে মিলিত না হয়ে পড়ে।

(৩) হিজাব পরিধান করতঃ শালীনভাবে কর্মক্ষেত্রে যাওয়া।

নারীদের কাজের অনেক চমৎকার ক্ষেত্র রয়েছে। যেমনঃ শিক্ষা বিভাগ, ধাত্রীবিদ্যা ও নারী চিকিৎসা। সকল রোগের জন্য আমরা বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার পাব তা কতই না সুন্দর।

মহিলা চিকিৎসকরা কেবল মহিলাদের চিকিৎসা সেবা দিবে।

এসকল কাজ-কর্ম শুধু নারীর জন্য কল্যাণই বয়ে আনে না বরং তা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনে।

তাহলে বুঝা গেল, পুরুষদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থেকে কাজ করার ব্যাপারে শরীআ'ত কর্তৃক কোন বাধা- নিষেধ নেই। বরং আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন কল্পে এবং প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করে কাজ-কর্ম করা যেতে পারে।

গৃহের বাহিরে নারীর কাজ-কর্ম দাম্পত্য জীবনে গোলযোগ সৃষ্টি করে। একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। নারীর স্বভাবগত অবস্থা চায় তার কাজ-কর্ম গৃহের অভ্যন্তরে হউক। গৃহের কার্য সম্পাদন নারীর এক কঠিন দায়িত্ব। এ কার্য সম্পাদনের জন্যে প্রয়োজন পরিপর্ণ কর্মমুক্ত থাকা। বিশেষত যখন কোন শিশু সন্তান থাকে।

প্রয়োজন ছাড়া নারীর গৃহের বাহিরে কাজ কর্ম করা ক্ষতিকর ও চরম কষ্টদায়ক। ইতোপ র্বে তা আলোচনা করা হয়েছে। কাজের প্রচণ্ড চাপে নারী দুর্বল হয়ে পড়ে। সে ক্রুদ্ধ ও্লায়রিক উত্তেজনাকর অবস্থায় কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরে। তখন সে না পারে স্বামীর কোন কথা না সন্তানের কোন কথা সহ্য করতে (১)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকুরীজীবী স্ত্রী এবং স্বামীর মাঝের সম্পর্ক একটা বৈষয়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের মাঝে অনেক সময় এমন মারাত্মক মতবিরোধ দেখা দেয় যার ফলে তাদের মধ্যকার প্রেম-ভালোবাসা, সখ্যতা- হৃদ্যতায় ভাটা পড়ে। নারী যখন তার আয়ের কিছু অংশ দ্বারা স্বামীকে সাহায্য করে তখন স্বামী তার অভিভাবকত্ব ও দায়িত্ববোধ হারিয়ে ফেলে। নারী বাড়ির বাহিরে থাকার কারণে গৃহের পরিচর্যা ও সন্তান লালনপালন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনা।

নারীরা কর্মস্থলে নিজেদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় দেখতে পায়। ইউরোপ আমেরিকায় নারীকর্মচারীদের মানসিক চাপ এবং বাহ্যিক ভয়-ভীতি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে হাজারো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ বাহ্যিক অবস্থা ভয়ানকভাবে ব্যাপকতা লাভ করেছে। ভীতি প্রদশনের সম্পর্কিত শত শত ঘটনা, যার কবলে নারী শতশত পুরুষের মাঝে পতিত হয়েছিল।

গ্লোরিয়া আরো বললেন ঃ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্বেলনে এ অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে শত শত নারী তাদের কর্মজীবন নিশেষ হওয়ার কাহিনী তুলে ধরেছে। তারা যে সকল পুরুষের সাথে কাজ করত তাদের জৈবিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার আহ্বানে সাড়া না দেয়ায় তারা এর পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল।

(দৈনিক আল আখার ১১/১১/১৯৭৭)

জেনেভাস্ত আল-আখবার পত্রিকার রিপোর্টার বলেন ঃ বিভিন্ন পেশার বিশেষজ্ঞগণ প্রমাণ করেছেন নারীদের নারীত্বের কারণে কাজ কর্ম দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা বলেন ঃ কাজ-কর্ম আকর্ষণীয় হওয়ার শর্ত ধরা হয়নি পরন্ড চৈন্তিক ও অফিস আদালতের কাজকর্ম এবং দায়িত্বশীলগণের মধ্যে ও সেই একই প্রভাব বিদ্যমান। তিনি আরো বলেন ঃ কর্মস্থলে নারী মানসিক অবসন্নতায় ভোগে, যা পারিবারিক জীবনের উপর প্রতিফলিত হয়। তিনি দৃঢ়তার সাথে আরো বলেনঃ এসব কাজ-কর্ম নারীর জৈবিক কামনা-বাসনার উপরও প্রভাব ফেলে। সংবাদটিতে এ সর্ম্পকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

(দৈনিকআল আখবার ২০/০৫/১৯৭৭)

কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ভয়াবহতা অবহিত করে আমাদের কন্যা সন্তানদের মাঝে এক্ষেত্রে অনিহা সৃষ্টি করা উচিত। শিক্ষিত হলেই যে নারী গৃহের বাহিরে কাজ করতে হবে বিষয়টি কিন্তু এমন নয়।

কন্যাসন্তানদের জ্ঞানের প্রসারতা বিবেকের পরিপক্কতা এবং নতুন মুসলিম মুজাহিদ প্রজন্ম গঠনে অংশগ্রহণের জন্য আমরা তাদেরকে শিক্ষিত করব। নিঃসন্দেহে এহলো এক মহাদায়িত্ব।

আমরা চারিত্রিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং শ্রেষ্ঠত্বের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বড় হচ্ছি। এই দাবী করে যারা নারীর একান্তে অবস্থান এবং পাপপূর্ণ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে হেয় জ্ঞান করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো এমন কতিপয় লোকজনের ন্যায় যারা জ্বলন্ত আগুনের পার্শ্বে কিছু পরিমাণ গোলা-বারুদ রেখে তা বিষ্ফোরিত না হওয়ার দাবি করে। নিঃসন্দেহে এ হলো বাস্তবতাশূণ্য সুদূর পরাহত কল্পনা এবং জীবনের স্বভাব-প্রকৃতি, ঘটনাবলীর বিভ্রান্তি ও আত্নপ্রলাপ বৈ-আর কিছুই নয়।

যারা বলে অবাধ মেলামেশা কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে, স্বভাবকে করে পরিশুদ্ধ-পরিচ্ছন্ন, যৌন মাতলামিকে করে অপসারিত এবং ফিতনা-ফাসাদ থেকে দূরে রাখে। তাদের এ জঘন্যতম মিথ্যা দাবি ইউরোপের যেকোন দেশ ভ্রমণকারীর কাছে অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি তাদের এই দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে রয়েছে, সে এই মহাদেশের কোন দেশ ভ্রমণ করলে তাদের কথার অসারতা খুঁজে পাবে। নিঃসন্দেহে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা কু-প্রবৃত্তি ও লাম্পট্যতার অগ্নিশিখাকে প্রচন্ডভাবে প্রজ্জলিত করে। বাড়িয়ে তোলে ফিতনা ফাসাদ। এর দৃষ্টান্ত হলো সমুদ্রের পানি পানকারী তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির ন্যায়। সমূদ্রের পানি যার তৃষ্ণাকে কেবল বাড়িয়ে তোলে।

পাশ্চাত্য জীবনের একটি চিহ্ন শ্রোতাদের করকমলে তুলে ধরা হলো। দৈনিক আস-সারক্ব আল আওসাত পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় ঃ আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের সান্তামুনিকা বিদ্যালয়ের 'জুফুতাস' নামক উনিশ বছর বয়সী এক ছাত্র তার ওস্তাদ 'জেমস বুনজি' কে ক্লাস রুমে গুলি করে। তাৎক্ষণিক ভাবে আহত ব্যক্তির অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। যথাসময়ে পুলিশ প্রশাসন থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় ঃ এক ছাত্রীকে ভালোবাসার প্রতিযোগিতার কারণে ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে সেই পূর্ব শত্রুতার আগুন জ্বলে উঠেছিল।

অবাধ মেলামেশা নারীর কোন সম্মান বয়ে আনে না। নারী-পুরুষ মিশ্রিত বৈঠক সভা-সমিতিতে নারীর যে সম্মান প্রতিভাত হয়, তা প্রকৃতপক্ষে তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও তিরস্কার করার নামান্তর। তারা নারীর দিকে ভোগের সামগ্রী মনে করে দৃষ্টি দেয়। নারী বৃদ্ধ হলে তারা কখনই তার প্রতি আগ্রহী হতনা অন্য দিকে ইসলাম এমন এক জীবন বিধান যা নারীকে তার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছে। তাঁকে মাতা হিসেবে সম্মান, কন্যা হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণ, স্ত্রী হিসেবে মর্যাদাদান এবং প্রতিবেশী ও মুসলিম বোন হিসেবে তাকে হেফাজত করা ফরজ করে দিয়েছে।

হে আমার প্রিয় কন্যাগণ ! হে নতুন প্রজন্মের কন্যারা! আমি তোমাদের সতর্ক করে বলছি,

পুরুষরা কেবল সেই নারীকে সম্মান করে যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, সতীত্ব এবং হিজাবকে শ্রদ্ধা করে। আর যে নারী সৌন্দর্য প্রদর্শন করে পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা করে তাকে সে খেল-তামাশার পাত্র মনে করে উপভোগ করার জন্য তার আশপাশে ঘুরাফেরা করে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, যারা পশ্চিমাদের জীবন ধারাকে ধার করে গ্রহণ করতে শুরু করে, তারা স্বজাতীয় চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারনা, মূল্যবোধ এবং প্রথা-ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়নি। নির্বোধ অধঃপতিত নষ্টাদের অবিরাম চেষ্টা সত্বেও জাতিকে তার ঐতিহ্য আদর্শ থেকে দুরে সরাতে পারেনি। পশ্চিমাদের কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি গ্রহণকারীরা কষ্ট বিপর্যয় এবং সার্বক্ষণিক দুঃখ-দুর্দশা-দুর্বিপাকে পতিত হওয়ার পর সে বাস্তবতা বুঝতে পেরেছে।

ইসলাম মৌলিকভাবে এই বিষয়টির পরিচর্যা করেছে ঃ

১। চক্ষু অবনমিত করার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে" (আন্‌নুর-৩০)

ইসলামী শরীয়াত গায়র মুহরিম নারীর দিকে দৃষ্টিকে এক প্রকারের যিনা বলে পরিগণিত করেছে। হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা) বলেনঃ বনি আদমের উপর জিনার অংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অবশ্যই, সে এটা অনুভব করে। দু'চোখ দৃষ্টি দিয়ে, পা পদক্ষেপ ফেলে, হৃদয় কামনা-আকাংখা করে যিনা করে। আর লজ্জাস্থান এসব কাজের সত্যায়ন করে কিংবা মিথ্যা পতিপন্ন করে। (বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ী)

আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় এসেছেঃ দু'হাত যিনা করে তাদের যিনা হলো ধরা, দু'পা যিনা করে, তাদের যিনা হলো হাটা, মুখ যিনা করে তার যিনা হলো চুমু দেওয়া। (১)

২। নারীর সাথে একান্তে অবস্থানের ব্যাপারে হারামের নির্দেশ এসেছে। যদিও সে হয় স্বামীর নিকটাত্মীয় তথাপি তার জন্য একান্তে সময় কাটানো হারাম।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মুহরিম নারী ছাড়া অন্য কোন নারীর সাথে কোন পুরুষ একান্তে অবস্থান করবে না (বুখারী মুসলিম)। হযরত উবাই ইবনে আ'মের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেনঃ তোমাদের নারীদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে সাবধান।

৩। মহানবী (সা) এর সহধর্মিনীদের সাথে অন্যান্য পুরুষদের সাথে সম্পর্কের সীমারেখা নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে আল্লাহর কালামে এক মহাশিক্ষা ও পরিপূর্ণ উপদেশ রয়েছে। এ সম্পর্কিত আয়াতাবলী নিম্নে পেশ করা হবে। হেদায়েতের প্রত্যাশীদের জন্য এতে রয়েছে পরিপর্ণ উপদেশ। আল্লাহ বলেন ঃ (আয়াত ও অর্থ ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ বলেন ঃ হে নবীপত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকষর্ণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কু-বাসনা করে, যার হৃদয়ে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মুর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবেনা। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদের পূর্ণভাবে পূত-পবিত্র রাখতে। আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভকথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন।

(আল আহযাব ৩২-৩৪)

আল্লাহ বলেনঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করোনা। তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো, অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়োনা। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচবোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচবোধ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসুলকে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তার পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।" (আল- আহ্যাব-৫৩)

নবী (সাঃ) এর স্ত্রীগণ মু'মিনদের মাতা। তাঁরা সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন। তারা মুমিনদের জন্যে হারাম। তারা দ্বীনদারী ও তাকওয়ার সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করেছিলেন। তাঁদের গৃহসমূহে আল্লাহর বাণী ও হিকমত তেলাওয়াত করা হত। তাঁরা ওহী নাযিল এবং ইসলামী শরীআ'তের দু'উৎস আল কোরআন ও আল হাদীসের জ্ঞানের প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন আদর্শ পুরুষ। কোন মানুষ কিংবা জাতি মর্যাদার যত উচ্চে আসীন হতে পারে, সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন তার সবচেয়ে উচু স্বরে। রাসুল (সাঃ) তাদের মর্যাদার সাক্ষ্য দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ বলেনঃ আর যারা সর্বপ্রথম হিজারতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন কুঞ্জ যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণ সমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। (আত-তাওবা-১০০)

এতদসত্ত্বেও ঐ সকল সম্মানিত পুরুষদের সাথে নবীপত্নীদের সম্পর্কের সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় এ আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। তাদেরকে নিজেদের উপর বড় চাদর ঝুলিয়ে দিতে, গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করতে, জাহেলী যুগের নারীর ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন না করতে, পুরুষদের সাথে কোমলভাবে কথা না বলতে, যাতে অসুস্থ হৃদয়ের অধিকারী-ব্যক্তির মাঝে কুবাসনা জাগ্রত হয় বরং তারা প্রয়োজনের তাগিদেই কথা বলবে ইত্যাদি বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এ সকল বিষয়ের সাথে সাথে সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান এবং আল্লাহ তাঁর রাসুলের আনুগত্য করার নির্দেশ দেন। নবী পরিবারের লোকজন থেকে অপবিত্রতাকে ধুয়ে মুছে ফেলতে এবং উত্তমভাবে তাঁদেরকে পবিত্র করার জন্যেই এ সকল কিছুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

মুমিনগণ তাদের কাছ থেকে কোন সামগ্রী চাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে, তাদের ও এদের মাঝে ফারাক সৃষ্টিকারী পর্দার অন্তরাল থেকে তারা তাদের সাথে কথা বলবে। এ বিষয়ে মুমিনদেরকে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ এটা তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্যে অধিক পবিত্রতার কারণ।

অবশ্যই কেহ একথা বলবেনা যে ইহা মুসলিম নারীগণ ব্যতিত শুধু নবীপত্নীদের জন্য খাস ছিল। এটা সকল মুসলমান থেকেই কাম্য, যে ভাবে তা নবীপত্নীদের থেকে কাম্য হয়েছে। এটা দু'ভাবে হতে পারে।

প্রথমতঃ রাসুল (সাঃ) সকল মুসলমানের জন্যে আদর্শ। তাঁর কাজকর্ম হল সকলের অনুসৃত পথ। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্যে রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। (মুহাম্মদ-২০)

দ্বিতীয়তঃ নবীপত্নীগণ ছিলেন দ্বীনের উপর অটল-অবিচল ও তাকওয়ার অধিকারিণী। তাদের মানসম্মান ও মর্যাদার আতিশয্যতা সকল সত্যবাদী মুমিনের নিকট স্বীকৃত। এতদসত্ত্বেও যখন আচার-আচরণ, চাল-চলনে তাদের থেকে এরূপ সতর্কতার দাবী করা হয়েছে, তখন অন্যান্য মুসলিম নারীদের এ সতর্কতাকে গ্রহণ করা সর্বাগ্রে আবশ্যক।

আমি মনে করি না যে আমার এ আলোচনা ভুল মতামতের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা থেকে মুক্ত। যাতে অনেকেই পতিত হয়। কেহ কেহ ইজতিহাদে ভুল করেন। তবে তাদের অধিকাংশই স্বার্থপর ষড়যন্ত্রকারী। কারণ তারা যখন হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত কোন ঘটনা দ্বারা দলীল পেশ করতে চান তখন উহাকে সাধারণ অর্থে প্রকাশ করেন। অথচ বর্তমান যুগ যে ধ্বংসাত্মক মহোবিষ্ট নারীর অবাধ মেলামেশায় নিমজ্জিত সে অর্থের প্রয়োগ না করে ঘটনাটিকে বন্দীদশায় রেখে দেয়।

তাদের মধ্যে কেহ কেহ পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিনে প্রবন্ধাবলী লেখেন। (১) অন্যরা আবার বিভিন্ন প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের কথার উল্টো যুক্তি পেশ করেন। আমি এখানে তাদের মতামত রহিতকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাইনি। মিথ্যা-অলীক কথার দিকে ইঙ্গিত করা এবং

অধিকাংশ প্রবক্তাদের অশুভ উদ্দেশ্য উম্মোচন করাকেই যথেষ্ট মনে করছি। আল্লাহ সত্য বলেন। তিনি সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

হে আল্লাহর বান্দারা! সতর্ক থাক। আপতিত হওয়ার পূর্বেই বিপদাপদ, মহামারি তাড়িয়ে দাও, শয়তানের প্রতারণা ধোকা থেকে সতর্ক থাক। সে হলো আমাদের, আমাদের পরিবার পরিজন এবং সমগ্র জাতির সবচেয়ে বড় অনিষ্টকারী। দুনিয়া ও পরকালের সৌভাগ্য অর্জনে আল্লাহর আহবানে সাড়া দাও।

আল্লাহ বলেনঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তোমরা সবাই তারই নিকট সমবেত হবে। আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর।" (আল আনফাল ২৪-২৫)